যুগান্তর

তারিখ ... 16 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবতা

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা প্রহণের পথ প্রশস্ত করা। এ লক্ষ্যে সর্বাগ্রে আসে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের কথা। মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রথমে প্রয়োজন বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ও শিশুর নিরাপত্তা বিধান করা। সচেতন অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে ভর্তির আগে দেখেন তাদের শিশু সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে প্রহরী আছে কিনা। এরপর দেখেন বিদ্যালয় গৃহ, বাথরুম-পৌচাগার শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত কিনা। তারপর দেখেন, শিক্ষার্থীদের ড্রেসড্রেস, নোটবুক ও অন্যান্য নিয়মকানুন কেমন। এরপর দেখেন শিক্ষকরা নিয়মিত পাঠদান করেন কিনা।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের অনীহা স্বাধীনতার পর থেকে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সব বেসরকারি বিদ্যালয়ে সুইপার, নৈশপ্রহরী, একাধিক প্রবেশদ্বারে প্রহরী আছে। এসব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে বর্তমানে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। যেখানে একাধিক কর্মচারী প্রয়োজন, সেখানে মাত্র একজন নিয়োগের চিন্তাভাবনা, তাও প্রক্রিয়াধীন! অনেকটা যেন শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে একটুখানি সূর্যের আলোর ঝলকানি। বর্তমানে বেসরকারি উদ্যোগে কম ছাত্রসংখ্যার বিদ্যালয়ে একজন, অধিক ছাত্রসংখ্যার বিদ্যালয়ে ৩-৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কাজ করেই সবকিছু সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এ বেসরকারি কর্মচারীর বেতন সরকার দেয় না। বিদ্যালয়ের পানির মোটরসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেরামত, মগলার ট্যাংক পরিষ্কার, বাথরুমে পানি সরানো, আসবাবপত্র মেরামত, উপকরণ তৈরিসহ সব খরচ মেটানো হয় বেসরকারি উদ্যোগে। সরকারিভাবে খাতাপত্র, চক, ডাস্টার, বিভিন্ন রেজিস্টার ক্রয় ইত্যাদির জন্য যে টাকা প্রতিবছর বরাদ্দ করা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। অপরদিকে মা সমাবেশ, ঈদে মিলাদুন্নবী, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামেলা, উপকরণ মেলা, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান— শহীদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন তথা শিশু দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিন তথা জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টসহ নানা অনুষ্ঠান পালনের জন্য কোন সরকারি অনুদান নেই, অথচ ডাকক্রমকের সঙ্গে অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ আছে। ত্রুটি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হয় না।

শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বহু বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের জন্য দীর্ঘ সাত বছর ধরে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সরকার নিয়োগ প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের ব্যর্থতার কারণে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষক সংকট দূরীকরণে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রসিদের মাধ্যমে টাকা আদায় ও হিসাব রাখার নির্দেশ রয়েছে। অথচ সচ্ছল অভিভাবকদের কাছ থেকে রসিদের মাধ্যমে অর্থ আদায় দুর্নীতি এবং শিশু শিক্ষার পরিবেশ যথাযথ না রাখা অযোগ্যতা বলে বিবেচিত। উভয় কারণে শিক্ষকদের শাস্তি পেতে হয়। এ অপবাদ থেকে ম্যানেজিং কমিটি তথা শিক্ষকদের অব্যাহতি দিয়ে শিশু শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করুক রাষ্ট্র। সরকারিভাবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে শিক্ষক সমাজের সুনাম ক্ষুণ্ন করা কোন বিবেকবান মানুষের কাজ নয়। শিক্ষকদের অনেক অহেতুক কাজে ব্যস্ত রেখে বলা হয়, শিক্ষকরা ঠিকমতো পড়ায় না। অনেকটা 'যত দোষ নন্দ ঘোষে'র মতো। সরকার শিক্ষকদের এসব কাজ করতে বলে নিজে সাধু সেজে শিক্ষককে দুর্নীতিপরায়ণ বললে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হবে?

সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষকদের বেতন-স্কেল পরিবর্তনসহ গেজেটেড মর্যাদা প্রদান, শিক্ষকদের এন্ট্রি পদ থেকে পরিচালক পর্যন্ত পদে পদোন্নতি দেয়ার প্রতিশ্রুতিসহ বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১২ দফা দাবি এড়িয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষকসহ স্থানীয় কর্তৃকর্তাদের শাস্তি দিয়ে নিজ দোষের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল শিক্ষকদের শান্তি বন্ধ করে শিশুদের প্রতি তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে, বেসরকারি শিক্ষকদের সমাবেশে ঘোষণা মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষার সব দায়িত্ব পালন করবে— এ প্রত্যাশাই করি।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান : সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক গবেষক